তারিখ ...৫।১০।২০০০
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার, ২০ আশ্বিন ১৪০৭
Thursday, 5 October 2000

নূতন শিক্ষানীতি

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে পুনর্বিন্যাস করিবার সুপারিশ সংবলিত জাতীয় শিক্ষানীতির অনুমোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ও পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতার পর ৩০ বৎসর কাটিতে চলিয়াছে কিন্তু দেশে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই। অতীতের সরকারগুলির আমলে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে উহা কার্যকর হইতে পারে নাই। এই দেশে শিক্ষানীতি লইয়া বিতর্ক ও বাদানুবাদের কোনও কমতি নাই। পাকিস্তানি জমানাতেও ছিল না। স্বাধীনতার পর পরই ড. দরত-ই-খুদা কমিশন প্রথম শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে ইহা একটি মাইলফলক। রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটি সবচাইতে বেশি ঝড় তুলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জেনারেল এরশাদের জমানায় মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট লইয়া প্রবল আলোচনা হইয়াছে। এখন আমাদের কথা হইল, সোমবার মন্ত্রিসভা যে শিক্ষানীতিটি অনুমোদন দিয়াছে উহা বাস্তবায়নে সরকার যেন যথাযথ প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে কসুর না করেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের সহিত ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রশ্নও জড়িত। সবচাইতে বড় কথা, বর্তমান সরকারের জন্য ইহা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ব্যাপারে বিরোধী দলের নিকট হইতে আমরা সুচিন্তিত ও গঠনমূলক বক্তব্য আশা করি। অন্য দশটা ক্ষেত্রে যেমন সরকার গৃহীত নীতির বিরোধিতা করা হয়– ইহা যেন শিক্ষানীতির প্রশ্নে না ঘটে। সবচাইতে যাহা প্রত্যাশিত ও যৌক্তিক তাহা হইল, জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতি লইয়া প্রাণবন্ত আলোচনা। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলিয়াছেন যে, এইরূপ মত তাহার সরকারও পোষণ করেন। বিল আকারে বিষয়টি সংসদে উত্থাপনের পর বাছাইয়ের জন্য যাইবে কমিটিতে। তখন বিরোধী দল বক্তব্য রাখিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ইহা একটি রুটিন প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি, নূতন শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের পথে সম্ভাব্য সকল পথ ও উপায়ে জনমত সংগ্রহের প্রয়াস এখন হইতেই লইতে হইবে। শিক্ষামন্ত্রী আভাস দিয়াছেন যে, সংসদের আগামী অধিবেশনে শিক্ষানীতি পাস হইলে ২০০১ সাল হইতে ইহার বাস্তবায়ন শুরু হইবে। সংসদের আগামী অধিবেশনে বিরোধী দল যে যোগ দিবে উহার কোনও আলামত নাই। সে কারণে আমরা আশা করিব, মৌলিক বিষয়সমূহ বিন্যস্ত করিয়া শিক্ষানীতির একটি সংক্ষিপ্তসার সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবিলম্বে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা শিক্ষানীতি প্রশ্নে একটি জাতীয় বিতর্ক ও মুক্ত আলোচনার সুযোগকে অবারিত করিবে। বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়নের নেতৃত্বদানকারী প্রফেসর এম শামসুল হক একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ। ১৯৯৭ সালে তাহার নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে কাজ শুরু করে। কমিটির তরফে '৯৮ ও '৯৯ সালে দুইবার মন্ত্রিসভায় রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রিসভা উহা ফেরত পাঠায়। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, মন্ত্রিসভা শিক্ষানীতি প্রণয়নে যে স্পর্শকাতরতা ও গুরুত্ব উহা যথার্থই বিবেচনায় লইয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে চারটি শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার পটভূমিতে আমরা মনে করি, সরকারকে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক ও সংযমের পরিচয় দিতে হইবে। সময় অনেক গড়াইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াহুড়া একেবারেই কাম্য নহে। বলা নিষ্প্রয়োজন, শিক্ষানীতি প্রণয়নে যদি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, তবে উহার ষোলআনা কৃতিত্ব শেষবিচারে সরকারই লাভ করিবেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে একটি বিরাট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের সুযোগ সরকার সহজে যে হাতছাড়া করিতে চাহিবে না, উহা বিবেচনায় লইয়াও আমাদের নিবেদন, শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া জনসমক্ষে প্রকাশ এবং উহা লইয়া সভা-সেমিনারের আয়োজন যেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগেই গ্রহণ করা হয়।